11-5-35

মানময়ী গার্লস স্কুল

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রানময়ী গার্লস স্কুল

হেড্ আফিস
ভারত ভবন
চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা

ডিষ্ট্রীবিউটার :
ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স লিমিটেড্
: ম্যানেজিং এজেন্টস্ :—রাধা ফিল্ম কোম্পানী :

ফোন : কলিকাতা : ৪৫৫৫

নাট্যকার

স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

“বন্ধু, তোমার নাটকের প্লট মরিতেছে মাথা খুঁড়ে,
উদাসী আজিও একাকিনী কাঁদে মাঠে।
থার্ড ক্লাস আজো রয়ে গেছে থার্ড ক্লাস—
তবে কেন ছিঁড়ে চলে গেলে মায়াজাল ?
বাস্তবিকার আসরে আজিও হরিকুমারেরা বসি
বিনায়ে বিনায়ে কাঁদিতেছে নাকী সুরে,
শেষ না হইতে দিবা তুমি কেন ছেড়ে গেলে দিবাকরী,
বলিয়া গেলে না কোথা থাকে তব ত্রিলোচন কবিরাজ !
বন্ধু, তুমি তো দেখে গেলে নাক মানময়ী গার্লস্কুলে
বদনের মুখে ছাই দিয়ে মেয়ে হাজারে হাজারে আসে—
ঘৃত-কুম্ভটি প্রাঙ্গণে আছে পড়ে,—
দধিকর্দ্দমে পিচ্ছিল প্রাঙ্গণ ”

—সজনী কান্ত দাস

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর

হাস্য-রস-মধুর বাণী-চিত্র

মানময়ী গার্লস্ স্কুল

— শনিবার, ১১ই মে ১৯৩৫ শুভ-উদ্বোধন —

চিত্র-পরিবেশক ঃ ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স্ লিমিটেড। ভারত-ভবন, কলিকাতা

ভারত ভবন, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা, ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স লিমিটেডের প্রচার-বিভাগ হইতে শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ২১, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কালিকা প্রেস হইতে শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কর্তৃক মুদ্রিত

শেষ পরিচয়

মানময়ী গালস্ স্কুলে—যে সকল নর-নারীর দর্শন পাইবেন তাঁহারা সকলেই বাঙলার চিত্র ও মঞ্চ-জগতের সুপরিচিত শিল্পী। ইহাঁদের প্রায় সকলকেই আপনারা দেখিয়াছেন—নানারূপে, নানাবেশে। **শ্রীমতী কানন বালা**। শুধু সুন্দরী বলিলেই যথেষ্ট নয়, তিনি সুগায়িকা ও লব্ধ প্রতিষ্ঠা অভিনেত্রী। বচনে-বাচনে, কথায় ও গানে, তিনি নীহারিকার মত একটি সুকঠিন ভূমিকার কী ভাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আপনারা ছবিতেই তাহার পরিচয় পাইবেন। **কুমারী জ্যোৎস্না গুপ্তা**—সুন্দরী ও তন্বী, এই টুকু বলিলেই যথেষ্ট। সদা হাস্য-ময়ী, চির-চঞ্চলা 'চপলার'—ভূমিকায় শ্রীমতীর সাক্ষাৎ পাইবেন। **শ্রীমতী রাধারাণী**—চিত্র-জগতে নবাগতা হইলেও আশাকরি 'মানময়ীর' চরিত্র-বিকাশে, ইহাঁর স্বভাব-সঙ্গত সু-অভিনয়ে আপনি মুগ্ধ হইবেন। **জহর গঙ্গোপাধ্যায়** (সুলাল বাবু)—মানসমোহন রূপে মঞ্চাভিনয়ে ইনি আপনাদের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন। আশা করি একই ভূমিকায়, ছবির পর্দ্দাতেও তিনি সমান প্রশংসাই পাইবেন। **তুলসী চক্রবর্ত্তী**—জমিদার দামোদর চৌধুরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। ইনি বাঙলার চিত্র ও মঞ্চজগতের একজন বিশেষ খ্যাতনামা শিল্পী। ছবির পর্দ্দায় রসিক দামোদর চৌধুরীর দর্শন লাভ করিলে নিতান্ত অরসিকের মুখেও হাসি ফুটিবে। **কুমার মিত্র**—চিত্র-জগতের 'চৌখস' হাস্যরসাভিনেতা। 'হারানিধি' তাহার প্রমাণ দিবে। **মৃণাল ঘোষ**—সুগায়ক এবং সু-অভিনেতা। রাজেন্দ্র বাড়োড়ীর ভূমিকায় আপনাদের অভিবাদন করিবেন।

সংগঠনকারী

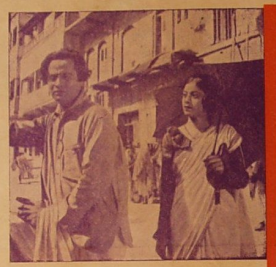

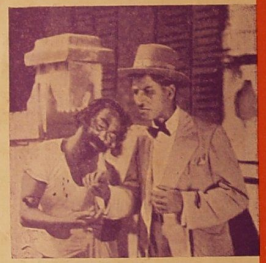

কথা-শিল্পী—স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ মৈত্র
চিত্র-নাট্যকার ও পরিচালক—জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়
সহকারী পরিচালক—হরিচরণ ভঞ্জ
আলোক-চিত্র-শিল্পী—ডি, জি, গুণে
শব্দ-শিল্পী—ডাঃ হৃষীকেশ রক্ষিত, ডি-এস, সি,
সহকারী আলোক-চিত্র-শিল্পী—বীরেন দে
সহকারী শব্দ-শিল্পী—গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
গীত-রচয়িতা—গ্রন্থকার ও সুধীরেন্দ্র সান্যাল
সুর-শিল্পী—অনাথ বসু, মৃণাল ঘোষ ও কুমার মিত্র
দৃশ্য-সজ্জাকর—শঙ্কর ঘুরাজী ও রামচন্দ্র পাওয়ার
ফিল্ম-সম্পাদক—ভোলানাথ আঢ্য ও রাজেন দাস
প্রচার-শিল্পী—মিঃ শা, ক্ষেত্রমোহন দে, গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমারী লতিকা মিত্র

তুলিকা লিপি

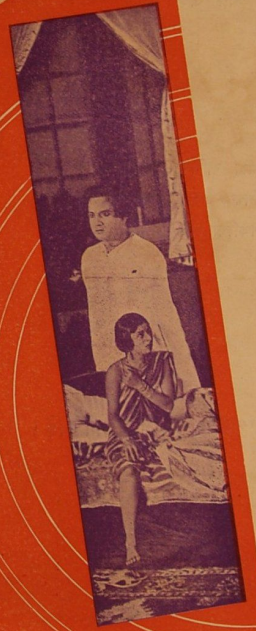

দামোদর—তুলসী চক্রবর্ত্তী
মানময়ী—রাধারাণী
মানস—জহর গঙ্গোপাধ্যায়
নীহারিকা—কাননবালা
চপলা—কুমারী জ্যোৎস্না গুপ্তা
রাজেন্দ্র বাড়োড়ী—মৃণাল ঘোষ
হারানিধি—কুমার মিত্র
ফার্গুসেজ—জানকী ভট্টাচার্য্য

গল্পোৎসব

মানসমোহন মুখোপাধ্যায়—বেকার। গ্রাজুয়েট।

একদিন কলিকাতায় আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট অঞ্চলের গ্যাস-পোষ্ট সংলগ্ন, কর্ম্মখালির একটি বিজ্ঞাপন নজরে পড়ায়, মানসমোহন সযত্নে তাহার নোটবুকে সেট নোট্ করিতেছিল। ইতিমধ্যে একব্যক্তি হঠাৎ আসিয়া উক্ত বিজ্ঞাপনটির উপর আর একটি নূতন বিজ্ঞাপন আঁটিয়া দিয়া গেল।

প্রথম বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল—

> আমাদের নূতন মানময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য
> একজন গ্রাজুয়েট শিক্ষক এবং একজন গ্রাজুয়েট
> শিক্ষয়িত্রী চাই

পরের বিজ্ঞাপনটি উহারই সংশোধিত সংস্করণ।

তাহাতে ছিল,—

> পদ-প্রার্থীদের পরস্পর স্বামী-স্ত্রী হওয়া চাই।

বলাই বাহুল্য, অকৃতদার মানসমোহনের অন্তরে যেটুকু আশার ক্ষীণ আলো জ্বলিয়াছিল, তাহা একেবারে নির্ব্বাপিত হইল।

তথাপি মানসমোহন আশা ছাড়িল না। বিজ্ঞাপনদাতার ঠিকানা টুকিতে লাগিল।

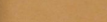

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে যেন বলিল,

"ঘাড়টা একটু সরাবেন মশাই"?

সামান্য কথা কাটাকাটি। প্রশ্নকর্ত্রী তন্বী ও সুন্দরী।

রাস্তার ধারে, দু' এক কথার সামান্য পরিচয়। নাম—

নীহারিকা গঙ্গোপাধ্যায়—বেকার। গ্রাজুয়েট।

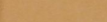

উভয়েরই অবস্থা শোচনীয়। মানসমোহন একটা প্রস্তাব করিল।

কিন্তু নীহারিকা, সেই প্রস্তাবে যেন অত্যন্ত বিরক্ত ও লজ্জিত হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিল।

মেয়েটি একটি হোস্টেলে থাকিত।

সেখানে আসিয়া আর এক বিপদ। ফার্ণাণ্ডেজ নামে একটি খৃশ্চান্ যুবক কিছুদিন হইতে বড়ই উৎপাত সুরু করিয়াছে। অন্যের সাইকেল বাঁধা দিয়া, টাকা সংগ্রহ করিয়া সে নীহারিকাকে দিয়াছিল, তাহার পরীক্ষার ফি দিতে। টাকা পরিশোধ করিতে না পারায়, সে নীহারিকাকে শাসাইয়া গেল,—

আর কয়েক মাসের মধ্যে যদি টাকা শোধ না দাও,
ইউ বিকাম মিসেস্ ফার্ণাণ্ডেজ্

মানস বাহির হইতে সমস্তই শুনিতেছিল। এই অবস্থায় নীহারিকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সে পুনরায় টোপ ফেলিল।

নীহারিকার তখন রাজি হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

স্বামী-স্ত্রী সাজিয়া তাহারা দরখাস্ত পাঠাইল।

কলিকাতার উপকণ্ঠে, জমিদার দামোদর চৌধুরীর বাস। তাঁহারই স্ত্রী, মানময়ীর নামে স্থাপিত স্কুলের জন্যই বিজ্ঞাপন।

দামোদরবাবু ব্যাকুল আগ্রহে উত্তর প্রতীক্ষা করেন।

ইহা লইয়া সেক্রেটারী রাজেন্দ্র বাড়োড়ীর সহিত তাঁহার কথা কাটাকাটি হয়।

দামোদরবাবুর সুন্দরী ও কিশোরী কন্যা চপলা, সেক্রেটারী রাজেন্দ্র বাড়োড়ীর চিত্ত-চাঞ্চল্যের একটি বিশেষ কারণ। তাহার সর্ব্বদাই ভয়, কখন বা চপলা হাত-ছাড়া হইয়া যায়। তাই মাষ্টারীর বিজ্ঞাপনে, স্বামী-স্ত্রীর উল্লেখ বিশেষভাবে তাহারই প্ররোচনায় করা হইয়াছে।

ইতিমধ্যে নীহারিকা ও মানসমোহনের আবেদন-পত্র আসিল।

দামোদরবাবুর আর আনন্দ ধরে না। মানসের নামে জরুরী তার করা হইল—

প্রেসিডেণ্ট ভেরী গ্ল্যাড্, কাম অন্! কাম টু-ডে!

যথাকালে নীহারিকা ও মানসমোহন আসিল; সঙ্গে আসিল—হারানিধি নামে মানসের এক ভৃত্য। প্রৌঢ় দামোদর চৌধুরী সেকেলে লোক, প্রাণ খোলা ও স্ত্রী-অন্ত প্রাণ; অন্তরটি হাসিতে ভরা। দু'এক কথাতেই প্রথম পরিচয়ের আড়ষ্টতা কাটিয়া গেল। নীহারিকা ও মানস উভয়কেই তিনি আপনার করিয়া লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে

মানসের সহিত মধুর নাতি-ঠাকুর্দ্দা সম্পর্কও জোর করিয়া পাতাইয়া ফেলিলেন।

মানস ও নীহারিকার জীবন-নাট্যে এখান হইতেই স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় সুরু হইল। নীহারিকা ভাবিয়াছিল কাজের জন্য যতটুকু দরকার তাহা ছাড়া এই সম্পর্ক যতদূর সম্ভব এড়াইয়া চলিবে। কিন্তু কার্য্যতঃ ঘটিল অন্যরূপ।

নীহারিকা দেখিল,—কর্ত্তা-গিন্নী, অর্থাৎ দামোদর ও মানময়ীর স্নেহের উপদ্রব ক্রমশঃই মাত্রা ছাড়াইতে সুরু করিয়াছে।

একদণ্ডেই নীহারিকার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

"আমি পার্ব্ব না মিষ্টার মুখার্জ্জী, পরের গাড়ীতেই যাতে—"

"সর্ব্বনাশ ডেকে আনবেন না মিস্ গাঙ্গুলী! অনেক দূর এগিয়েছি—পা ফস্‌কালেই একেবারে—"

"তা' হোক, কী সব উৎপাত! এত কিসের? চোখের জল, সিঁদূরের ফোঁটা কী এ সব? এত সইতে পার্ব্ব না আমি, এ আমি বলে দিচ্ছি!"

নীহারিকা
কাননবালা

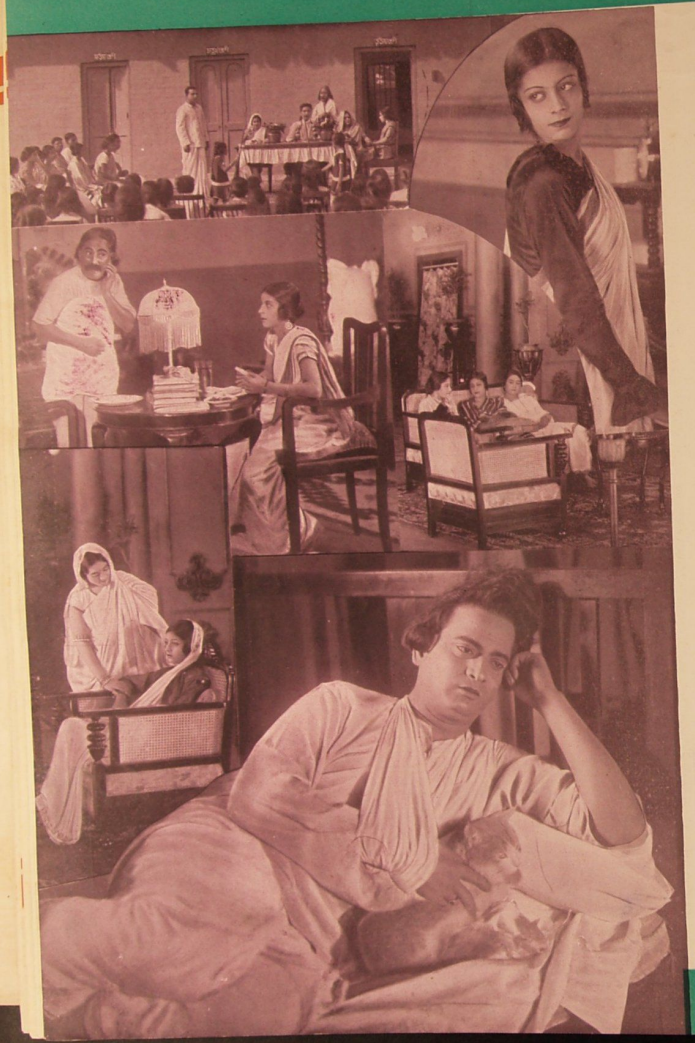

মানময়ীস্কুল

চি

মানময়ী ও
নীহারিকা
রাধারাণী ও
কাননবালা

অন্তরে কেহ কাহারও নহে, অথচ বাহিরে স্বামী-স্ত্রী সাজিয়া কয়দিন চলে ? ক্রমশঃই নীহারিকা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল। দিন দশেক কোন গতিকে কাটিলে সে মানসকে বিশেষ অনুরোধ জানাইল, তাহাকে অবিলম্বে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার জন্য।

মানস তাহাকে অন্ততঃ একটি মাস কষ্ট করিয়া সব সহ্য করিয়া থাকিতে অনুরোধ করিল।

এদিকে সেক্রেটারী রাজেন্দ্র বাড়োড়ীর সন্দেহ, মানস-মোহন চপলার প্রেমে পড়িয়াছে। সে হারানিধিকে হাত করিয়া তাহার নিকট গোপনে খবর লয়। চপলা নাকি প্রত্যহ বিকালে মাষ্টারের বাড়ীতে গান শিখিতে আসে। রাজেনের অন্তর ঈর্ষ্যার অগ্নিতে জ্বলিতে থাকে।

এমনি ভাবে দিন যায়। স্বামী ও স্ত্রী জ্ঞানে নীহারিকা ও মানসের প্রতি কর্ত্তা-গিন্নীর রসিকতা সীমা ছাড়াইয়া উঠিল। নীহারিকার পক্ষেও তখন মিথ্যা সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া আর অমন ভাবে স্নেহের উপদ্রব সহ্য করা সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছে।

সে আবার ছুটির জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি সুরু করিল। দামোদর বাবু নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবার ছুটি মঞ্জুর করিতে বাধ্য হইলেন।

এদিকে, বাহ্যিক ভাবে, আচারে ব্যবহারে, মানসের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেও অন্তরে অন্তরে নীহারিকার স্বস্তি ছিল না। মানসের সহিত চপলার দেখা-সাক্ষাৎ বা ঘনিষ্ঠতাও সে সহ্য করিতে পারিত না। মাঝে মাঝে উভয়ের প্রতি মিথ্যা সন্দেহে তাহারও অন্তঃকরণ মেঘাচ্ছন্ন হইত।

নীহারিকা বিদায় লইয়া চলিয়া যাইবে।

কলিকাতা যাত্রার পূর্ব্বদিন রাত্রে, জমিদার দামোদর চৌধুরী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। এতদিন ধরিয়া প্রাণপণে উভয়ে স্বামী ও স্ত্রীর ভূমিকা অভিনয় করিয়া গেলেও দামোদর ও মানময়ীর অন্তরে সর্ব্বদাই কেমন যেন একটা সংশয় জাগিত। তাহারা ভাবিত, অন্তর রাজ্যে উভয়ের কোথায় যেন একটা গোলমাল চলিতেছে। কেমন যেন খাপ-ছাড়া ভাব। অথচ কর্ত্তা-গিন্নী কেহই আদত ব্যাপারের হদিশ্ পাইতেন না।

কর্ত্তা-গিন্নী ষড়যন্ত্র করিয়া আজ মানস ও নীহারিকার একই ঘরে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

নীহারিকা শয়ন করিতেই কিছুক্ষণ পরে মানসের প্রবেশ। ঘরে তখন মিট্ মিট্ করিয়া বাতি জ্বলিতেছিল—বাতি উস্কাইয়া দিতেই নীহারিকা মানসকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল ও কঠোরভাবে মানসকে কহিল,—

এ কী ব্যাপার, আপনি এ ঘরে কেন। না, না, যেমন কোরে হোক আপনি এ ঘর থেকে চলে যান.....নইলে এক্ষুনি ফিট হ'য়ে পড়ব।

নিরুপায় হইয়া মানস খোলা জানালা দিয়া নীচে বাগানে লাফাইয়া পড়িল। নীহারিকা ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। শব্দ শুনিয়া দামোদর ও মানময়ী উভয়েই আসিয়া হাজির হইলেন।

পরদিন প্রাতে স্কুলের আঙ্গিনায় নীহারিকার বিদায়সভা।

আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের পর যখন নীহারিকা চপলার সহিত বসিয়া জলযোগ করিতেছিল, রাজেন আসিয়া নীহারিকার হাতে একখানা পত্র দিয়া গেল। পত্রে লেখা ছিল, হেড্ মাষ্টার চপলাকে ভালবাসে এজন্য তিনি চলিয়া গেলে বিপদ ঘটিতে পারে।

অবশ্য ব্যাপারটির আগাগোড়াই রাজেনের প্রেমোন্মত্ত মস্তিষ্কের পরিকল্পনা।

পত্র পাঠ করিয়া নীহারিকা ভ্রূকুঞ্চিত করিল। কিন্তু মুখে যাহাই বলুক, এ সব ব্যাপার আর এত হাল্কাভাবে উড়াইয়া দিবার মত তাহার মনের অবস্থা নহে।

"কিন্তু আমার কাছে কেন এসব? চপলাকে ভালবাসেন তিনি, আমার কি—আমার কি তা'তে?

কিন্তু কেন, কেন তিনি তা' কর্ব্বেন? উঃ কী ভীষণ মানুষ! অভিনয়, কেবল অভিনয়…"

সত্য হউক, মিথ্যা হউক, এতদিন দু'জনে একসঙ্গে বাস করিয়াছে—পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট মমতা ও স্নেহ জন্মিয়াছে। নীহারিকাকে খুসী করিবার জন্যও মানস কী না করিয়াছে? কিন্তু আজ…

নীহারিকা আর চোখের জল সামলাইতে পারিল না।

ওদিকে হারু রাজেনের প্ররোচনায় দামোদরবাবুর নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছে যে মাষ্টার-মাষ্টারণী স্বামী-স্ত্রী নয়। অতএব সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য কর্ত্তা-গিন্নীরও আগ্রহ কম নহে।

নিদারুণ অভিমানে নীহারিকা ঘরে আসিয়া মানসকে কহিল—

"অভিনয়! কেবল আমারই সঙ্গে অভিনয়। উঃ আমি চলে গেলে যা ইচ্ছা তাই কর্ত্তে পার্ত্তেন। আমাকে এরকম অপমান ক'রে আপনার কি লাভ?"

নীহারিকা কোঁপাইতে লাগিল।

মানস যতই বোঝায়—এ সব মিথ্যা…বাজে… নীহারিকার কান্না ততই বাড়ে।

এদিকে গাড়ীর সময় হইয়া আসিল।

এতদিনকার রুদ্ধ ভালবাসার গোপন উৎস আজ বুক ছাপাইয়া উঠিল।

* * * *

ইহার পর যাহা ঘটিল, না বলিলেও চলে।

দামোদর, মানময়ী এবং রাজেন আসিয়া দেখিল, সন্দেহ করিবার কিছুই নাই—উভয়েই উভয়ের আলিঙ্গনাবদ্ধ।

সর্ব্বশেষে এই অঘটন কেমন করিয়া ঘটিল, আপনারা ছবির পর্দ্দায় দেখিলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

সঙ্গীতাংশ

(এক)

আমার মিটিল না সাধ, মিটিল না আশা হায়
কেন, অকালে ফুলদল, ঝরিল সে অবেলায় !
আমার না মানে আঁখির বারি
শুধু দুখের সাগরে ভাসি, গভীর বেদনায়।
যা'র কেহ নাই ভাবিতে আপন,
পর মুখ পানে চাহে অণুখন্—
বেঁচে থাকা মিছে, মিছে এ জীবন, বৃথায় বহিয়া যায়।*

(দুই)

কানের কাছে যে গুন্ গুন্ করে পরম শত্রু জানিও তায়।
তাহারি কামড়ে প্রতি বৎসরে দশলাখ মরে হায়রে হায়॥
এনোফেলিসের বিষে জর্জ্জর,
কাঁদে হাট মাঠ, কাঁদে বাড়ী-ঘর,
বাঁশবন আর এঁদো পুকুরেতে ডেরা বেঁধে তারা বাড়িছে হায়॥

(তিন)

অজানা আঁধার পথে চলেছি একাকী
জানিনা কোথায় শেষ আর কত বাকী।
সারা অন্তরে ডাকি নাথ, আকুল চিতে—
দিও, তোমারি আলোকধারা পথ চিনিতে ;
আমি জানি তুমি মোর অকূলের সাথী।
শুধু ভুলায়ে এই কথাটি, দিওনা ফাঁকী॥ *

(চার)

জগতে জন্মে যত তরকারী তার মাঝে সেরা ওল।
মাটির তলায় গজায় তাহারা লম্বা কেহবা, গোল।
বঁটি পেতে নিয়ে কাট ছোট ক'রে
সাবধান ! হাতে রস নাহি ধরে—
রস লেগেছে কি অমনি মরেছ হাত ফুলে হবে ঢোল।
পাথর বাটিতে ভাল জল নিয়ে কুটিয়া থুইবে তাতে,
ঢাকা ঢাকা করে কাটিয়া লইবে যদি দিতে হয় ভাতে।
ডালনা রাঁধিতে কড়াই চাপাও,
তাতিয়া উঠিলে তেল ছেড়ে দাও
সম্বরা দিও কালজীরা আর দুটি তেজপাতা সাথে।
ঘৃত দারুচিনি দিয়া ফুটাইলে হবে পরিপাটি ঝোল।

(পাঁচ)

চিতল মাছে মেথির গুঁড়ো ইলিশ মাছে আদা
তুমি দিওনা—দিওনা।
জীরে ছাড়া চিংড়ী আর, সর্ষে ছাড়া চাঁদা
তুমি খেওনা—খেওনা।
কপি দিয়ে রুইয়ের মাথা রাঁধতে যদি যাও
হাতার মাথায় একটুখানি লঙ্কাবাটা নাও
ধনে নিও, মৌরী নিও—এলাচ বাটা যেন,
তুমি নিওনা, নিওনা।

(ছয়)

আমার পরাণ যা'রে চায়, তারে নাহি পায়,
নিমিষে আসিলে কাছে, ছুটিয়া পলায়।
তার মুকুতা ঝরা হাসি, পাগলপারা
কাজল-কালো চোখে বিজলী-ধারা ;
সে নহে ধরার ফুল সে যে আলেয়া,
দেখেছি তাহারি লীলা নব-বরষায়।
চঞ্চল বনানীর বন হরিণী
বাহুতে দিল না ধরা, নয়নমণি ;
দেখি, মিলন-বিরহ মাঝে সে মুখ ছবি
চির-বন্দিনী সে আমার চিত্ত-কারায় ॥ *

(সাত)

মেঘ নগরের অন্ধ-কারা
কোন্ রূপসী কাঁদছে বসি অঝোর-ঝরণ অশ্রুধারা।
আজি শাঙন দিনের ভরা গাঁঙের উছল বারি
সে কি আন্‌ছে বহি গগন হ'তে রোদন তারি,
আজি ঝাউ বনে যে হাহাশ্বাসে কাঁপছে পাতা
কদম তরু মর্ম্মরিয়া খুঁড়ছে মাথা পাগল পারা ॥

(আট)

এ কী ! অপরূপ সুন্দর নিখিল ভুবন,
অসীম রূপের মাঝে হারাল নয়ন ॥
সুরে সুরে, ডাকে দূরে, কোন্ সে রাগিণী—
ভাসে, আকাশে বাতাসে শুনি কার পদধ্বনি,—
যতই ছাড়াতে চাই, ছাড়েনা যে মন,
হিয়ায় হিয়ায় লাগে আশার স্বপন ॥ *

(নয়)

কেন অকারণ ভাবি তা'রে,
আমার নয়ন না চায়, প্রাণ চায় বারে বারে।
যে কথা হয়নি বলা, রেখেচি মরমে,
যে বাণী পায়নি সাড়া, মরে সে মরমে
সযতনে রাখি, সে কথা গোপনে—
যদিও সে প্রিয় মোর, আসিল দ্বারে ॥ *

(দশ)

সাথী হ'য়ে এসেছিলে হেথা শুভ সাধনায়,
এখনি বিদায় দিতে বড় যে বাজিছে হায়।
দুদিন ছিলে গো পাশে, বেঁধে নিলে স্নেহ-পাশে—
স্নিগ্ধ করিলে প্রাণ স্নেহ প্রেম করুণায়।
যত ভ্রম পরমাদ, যত ত্রুটি অপরাধ
নিওনা নিওনা দেবি, ভুলে যেও মমতায়।

[* তারকা চিহ্নিত গানগুলি, সবাক-চিত্রে অতিরিক্ত সংযোজিত হইয়াছে, এগুলি রচনা করিয়াছেন, শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল। বাকী গানগুলি গ্রন্থকারের রচনা]

নীহারিকা
কাননবালা

চপলা—জ্যোৎস্না গুপ্তা